UG Semester – IV (G)
DSC – ID (Core-7)
Modern Nationalism in India

Unit – 3 জাতীয় কংগ্রেসের উদ্ভব সংক্রান্ত বিতর্ক আলোচনা কর।

জাতীয় কংগ্রসের (১৮৮৫) উদ্ভবের মধ্যদিয়ে আধুনিক ভারতের ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সূত্রপাত ঘটে। এইসময় থেকে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের শুরু বলা যেতে পারে। তবে জাতীয় কংগ্রেসের মত বৃহৎ রাজনৈতিক দলের উদ্ভব কর্তাকে নিয়ে বিতর্ক আছে বিস্তর। যেটা ভারতের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠেছে। জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা ব্রিটিশ মস্তিষ্ক প্রসূত না ভারতীয়দের চিন্তার ফসল তা এখানে আলোচনা করা হল।

জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা অ্যালান অক্টোভিয়ান ইউম এটাই প্রচলিত মত। তবে এই মত অনেকে মানতে নারাজ। এখানেই বিতর্কের উদ্ভব। পট্টভি সীতারামাইয়া ১৮৭৭ সালে অনুষ্ঠিত দিল্লী দরবারই একটি জাতীয় সভার প্রতিষ্ঠার অনুপ্রেরণা দেয় বলে মনে করেন। আবার জি.সুব্রামনিয়া আইয়ার ১৮৮৩ সালে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীকে জাতীয় কংগ্রেসের আতুড়ঘর বলে মনে করেন। আবার ১৮৮৪ সালে লর্ড রিপনের বিদায় সভার অনুষ্ঠানের মধ্যেই কংগ্রেসের বীজ রোপিত হয়েছিল বলে কেউ কেউ মনে করেন।

দক্ষিণ ভারতে থিওজফিস্টদের রাজনৈতিক কর্মকান্ডে বেশ সক্রীয় হয়ে উঠেছিল। এখানে থিওজফিস্টরা নিজেদের কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা বলে দাবী করে। ১৮৮১ সালে কর্ণেল অলকট দাবি করেন যে, 'Theosophical Society was the parent of the Indian National Congress' এই মত কে সমর্থন করেন নরেন্দ্রনাথ সেন এর মত পন্ডিতবর্গরা। এরা জোর দিয়ে প্রচার করে যে থিওজফিস্টরাই জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা। তবে এই ঘটনা প্রবাহ নিয়ে বিতর্ক থেকে যায়। তবে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ও জনগণের সচেতনতা গড়তে থিওজফিক্যাল সোসাইটির ভূমিকা যে ছিল তা অনস্বীকার্য।

কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর Introduction to Indian Politics (1898) গ্রন্থে, জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে হিউমের ভূমিকাকে বড় করে দেখেছেন। এই মতের অনুসারী ছিলেন পট্টভি সীতারামাইয়া, হিউমের জীবনীকার ওয়েডারবার্ন ও বামপন্থী ঐতিহাসিক রজনীপাম দত্ত প্রমুখরা। তবে এই মত গ্রহণ করতে নারাজ ছিলেন ঐতিহাসিক অমলেশ ত্রিপাঠী।

ওয়েডারবার্ন মনে করিয়ে দেন, সচিব হিউমের হাতে এমন সব কাগজপত্র আসে যাতে তাঁর বিশ্বাস হয় যে ভারতে গণবিদ্রোহ আসন্ন। বিদ্রোহকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে নিয়ে সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়। এই সংগঠন সারা ভারতে মানুষের রাজনীতিকে চালিত করবে। এবং এটা ব্রিটিশ আমলাদের নিয়ন্ত্রনে থাকবে। এই চিন্তাভাবনার ফসল হল ১৮৮৫ সালের জাতীয় কংগ্রেস। তবে অনেকে বলেন হিউমকে বড় করে দেখাতে গিয়ে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকাকে খাটো করে দেখানো হয়েছে। আরো বলেন - হিউমের মনে সর্বভারতীয় সম্মেলনের কথা ওঠার আগেই সুরেন্দ্রনাথই সর্বভারতীয় সংগঠন গড়ে তোলার কথা ভেবেছিলেন। এই সংবাদ পাওয়া যায় ১৮৮২ সালের ২৭ শে মে Bengalee পত্রিকায়। তাই বলা যায় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের National Conference ছিল জাতীয় কংগ্রেসের মহড়া। ফলে সর্বভারতীয় সংগঠন গড়ে তোলার মনোভাব হিউমের পূর্বেই ভারতীয়দের মধ্যে ছিল। এইকাজটা এগিয়ে নিয়ে যায় হিউম।

ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠায় হিউমের ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না। ড.অনিল শীল বলেন – হিউম কংগেসকে একটি Safety Valve হিসাবেই গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। এই প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসে ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ। এই সংগঠনের দ্বারা ভারতীয় জনমতের ইংরেজ বিরোধীতার পূর্বেই উপলব্ধি করা সম্ভব হবে। তবে অধ্যাপক ত্রিপাঠী মনে করেন, ভারতীয়দের প্রতি বন্ধুভাবে হিউম ছিলেন অবিচল। ভারতীয়দের প্রতি মর্মাহত হয়ে এইধরনের সংগঠন গড়ে তুলতে উদ্যমি হন। একদিকে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ও ভারতীয়দের প্রতি দূর্বলতা – এই দুই ভাবনা থেকেই জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা করেন।

তবে জাতীয় কংগ্রেস পুরোটাই ব্রিটিশদের দান তেমনটা নয়। জাতীয় কংগ্রেস গড়ে ওঠার পূর্বেই ভারতে রাজনৈতিক ভাবে সচেতন সমাজ গড়ে ওঠে। রাজনৈতিকভাবে সচেতন সমাজের সদস্যদের একটা সর্বভারতীয় সংগঠন গড়ে তোলার তাগিদ তৈরি হয়। তাই তাদের রাজনৈতিক প্রচেষ্টাকে বা ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধাচরন থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য হিউমের সহযোগীতা চান। তারা উপলব্ধি করেন কোন ব্রিটিশ সদস্য থাকলে ব্রিটিশদের রোষানল থেকে এই সংগঠন মুক্তি পাবে। ভারতীয়দের আহ্বাণে সাড়া দিয়েছিলেন হিউম। তাই বলা যায় হিউম যদি কংগ্রেসকে Safety Valve হিসেবে ব্যবহার করে তবে ভারতীয় নেতৃবৃন্দরা হিউমকে Lightening Conductor রূপে ব্যবহার করেছেন। ভারতীয়দের উদ্যোগ ও হিউমের সহযোগিতায় 'জাতীয় কংগ্রেস' এর মত সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়।